দৈনিক বাংলা

তারিখ 28 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৭ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

১

৩২

আজ অর্ধ দিবস হরতাল আহবান

চট্টগ্রামে ৩টি কলেজে সংঘর্ষ গুলি : ১ জন নিহত : ৫০ আহত

(স্টাফ রিপোর্টার)

চট্টগ্রাম, ২৭শে মার্চ।—আজ চট্টগ্রাম কলেজ, কমার্স কলেজ ও মহসীন কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই তিনটি কলেজে সশস্ত্র সংঘর্ষে একজন ছাত্র নিহত ও অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ২৩ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। নিহত ছাত্র হচ্ছেন কমার্স কলেজের প্রথমবর্ষের ছাত্র জসিমুদ্দীন। তাকে শিবির কর্মী বলে দাবী করা হয়েছে।

গুলিবিদ্ধদের মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শামসুল ইসলাম ও বাণিজ্য কলেজের শেষবর্ষের ছাত্র লিয়াকত আলীও রয়েছেন।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই ঘটনার (শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রামে ৩টি কলেজে সংঘর্ষ

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রতিবাদে আগামীকাল চট্টগ্রামে অর্ধ দিবস হরতাল আহবান করেছে।

চট্টগ্রাম কলেজ কর্তৃপক্ষ এই কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করেছেন এবং ছাত্রদের হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আগামী ওরা এপ্রিল এই কলেজসমূহে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। আজ ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন।

আজ সকাল এগারটায় চট্টগ্রাম কমার্স কলেজে একদল সশস্ত্র যুবক একটি জীপে করে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করে। এতে জসিমুদ্দীন গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় কলেজের দুদলের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় এবং উভয় দলের মধ্যে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষিত হয়। এই ঘটনা প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা চলে। এতে ২০ জন আহত হয়।

কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ নূরুল আফসার জানিয়েছেন, সকাল এগারোটায় কলেজে হঠাৎ সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় পুলিশকে খবর দেয়া হয়। কিন্তু পুলিশ যথাসময়ে আসেনি। ফলে সংঘর্ষ তিনটি কলেজে ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঐক্যবদ্ধভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার জন্যে কমার্স কলেজে পৌছলে শিবির তাদের ওপর হামলা করে। এই হামলায় আবশাদ মঞ্জুর, রিপন জিয়াউর রহমান, শাকিল ও বাবুসহ দলের ৪০ জন আহত হয়। চট্টগ্রাম কলেজে আহত হয় লিয়াকত আসিফ কামাল। হারুন, রুবেলসহ আরো অনেকে।

এই হামলার সময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি গাড়িও পুড়িয়ে দেয়া হয় বলে তারা দাবী করেন।

এদিকে ইসলামী ছাত্র শিবির আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের হামলায় কমার্স কলেজে শিবির নেতা জসিমুদ্দীন নিহত ও ২২ জন কর্মী আহত হয়েছে। চট্টগ্রাম কলেজে হামলায় শিবির নেতা কলেজ সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম গুলিবিদ্ধ ও ১০ জন শিবির কর্মী আহত হয়েছে। তারা বলেছে কমার্স কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময় সংগ্রাম পরিষদের সশস্ত্র কর্মীরা একটি মাইক্রোবাস ও একটি জীপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসে শিবির কর্মীদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করেছে। তারা অভিযোগ করে যে পুলিশকে খবর দেয়া সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি।

পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ অথবা কেউ লিখিতভাবে তাদের কিছু জানায়নি।

২৫শে মার্চ শিবিরের হামলা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জানিয়েছে, গত ২৫শে মার্চ রাতে যখন সাধারণ ছাত্ররা স্বাধীনতা দিবস পালনে ব্যস্ত ছিল তখন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা ছাত্রদলের ওপর হামলা চালায়। এতে ৩ জন ছাত্রদল নেতা আহত হয়।

ছাত্রদল এই হামলার বিরুদ্ধে সচেতন ছাত্র সমাজকে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদলের উদ্যোগে আজ এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে শিবির জানিয়েছে সংগ্রাম পরিষদ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সঙ্গে যোগসাজশ করে ছাত্রদলের নেতৃত্বে পলিটেকনিক হোস্টেলে শিবির কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে ১৫ জন শিবির কর্মী আহত হয়েছে বলে দাবী করা হয়।